লোক কল্যাণ পরিষদ
২৮/৮, লাইব্রেরী রোড কলকাতা - ২৬,
☎ ২৪৬৫-৭১০৭, ৬৫২৯-১৮৭৮
email - lkp@lkp.org.in / lokakalyanparishad@gmail.com
স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানের একটি সহায়তা কেন্দ্র

# আজকের পঞ্চায়েত বার্তা

পঞ্চায়েতি রাজ বিষয়ে সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা সংবাদ পাক্ষিক
দূরভাষ - (০৩৩)৬৫২৬৪৭৩৩ (O), ৯৪৩২৩৭১০২৩ (M), ই-মেলঃ arnab.apb@rediffmail.com



**গ্রাহক হোন**
পঞ্চায়েত বার্তাকে সুস্থায়ী করতে হলে তার পাঠক ও গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন। পঞ্চায়েত বার্তার জন্য গ্রাহক সংগ্রহের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।
২৪ টি ইস্যু ও ২টি বিশেষ সংখ্যা
এক বৎসর ৬০ টাকা
দুই বৎসর ১০০ টাকা
(M.O. করে টাকা পাঠান।)



বর্ষ - ২৩ ● সংখ্যা - ০১ ● ১লা এপ্রিল ২০১৪ ● মূল্য - ২.০০ টাকা ● Reg No. PMG(SB)148-HWH RNI-53154/92


## অল্প কথায়

### মুক্ত ভারত

**বার্তা প্রতিনিধি:** ভারতকে পোলিও মুক্ত দেশ হিসাবে ঘোষণা করল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বাংলাদেশ, ভুটান,কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মালদ্বীপ, মায়ানমার, নেপাল, শ্রীলংকা ও থাইল্যান্ড এই ১১টি দেশকেও 'পোলিও মুক্ত' দেশ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার নিরিখে ৮০ শতাংশই 'পোলিও মুক্ত' হিসাবে স্বীকৃতি পেল।

### কৃষিমেলা নিমপীঠে

**বার্তা প্রতিনিধি:** নিমপীঠ কৃষিমেলা ৫৪ বছরে পা রাখল। অন্যান্য বছরের মত এবারও নিমপীঠ বিবেকানন্দ মাঠে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ফসল উৎপাদন ও খাদ্য সুরক্ষার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বেলুড় মঠের সহ সম্পাদক স্বামী বুধেশ্বরানন্দজী মহারাজ, নিমপীঠ শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক স্বামী সদানন্দ মহারাজ, আই সি এ আর এর জোনাল প্রজেক্ট অধিকর্তা ডা: এ কে সিং, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর ড: নিলেন্দু মৈত্র প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

### শিশু অপুষ্টি

**বার্তা প্রতিনিধি:** সারা বিশ্বে তীব্র অপুষ্টিতে ভুগতে থাকা শিশুর সংখ্যা তিন কোটিরও বেশি। ভারতে ০-৫ বছর বয়সের ৬ কোটিরও বেশি শিশু অপুষ্টিতে আক্রান্ত। ভারতে ৭টি গরীব

রাজ্যের ১১২টি জেলার ৭৩ হাজার পরিবারের শিশুরা প্রচন্ড অপুষ্টিতে ভুগছে। সারা বিশ্বে অপুষ্টিতে ভুগতে থাকা প্রতি তিনজন শিশুর একজন ভারতীয়। সমীক্ষা রিপোর্ট অনুসারে প্রতি পাঁচজন ভারতীয় শিশুর মধ্যে মাত্র একজনই উচ্চমানের পুষ্টিযুক্ত খাবার খায়।
('হাঙ্গার ও ম্যালনিউট্রিশান রিপোর্ট')

## পরিচারিকা ডেপুটেশন

**মিজানুর রহমান:** উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বারাসাত পুরসভার কয়েকটি ওয়ার্ডের মহিলা পরিচারিকাদের নিয়ে সম্প্রতি গঠিত 'গৃহ পরিচারিকা সমিতি' খাদ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে যাতে রেশন কার্ড ও নিয়মিতভাবে সরকারি খাদ্য সামগ্রী পরিষেবা গরীব মানুষরা পেতে পারেন তার জন্য ২৬শে মার্চ বারাসাতের মহকুমা খাদ্য নিয়ামকের অফিসে এক ডেপুটেশনের আয়োজন করে। তাদের অভিযোগগুলি হল, বি পি এল ভুক্ত মানুষের জন্য নির্ধারিত পরিমাণ রেশন সামগ্রী থাকা সত্ত্বেও তারা তা পাচ্ছেন না। দ্বিতীয়ত: এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও অনেক গরীব পরিবার রেশন কার্ড না থাকায় সরকারি নির্ধারিত মূল্যে খাদ্যসামগ্রী পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়ে চলেছেন।

তারা বারাসাত মহকুমা খাদ্য নিয়ামকের কাছে উপভোক্তাদের জন্য সাপ্তাহিক রেশন বরাদ্দের নির্ধারিত পরিমাণ যাতে আগে থেকে জানতে পারেন তার ব্যবস্থা করারও অনুরোধ জানান। অন্যথায় ডিলারের মর্জিমাফিক খাদ্যসামগ্রীই তাদের গ্রহণ করতে বাধ্য করা হচ্ছে বলে তারা অভিযোগ করেন। এ ব্যাপারে তারা উপভোক্তাদের জানানোর লক্ষ্যে খাদ্যশস্যের নির্ধারিত বরাদ্দ সম্বলিত সাপ্তাহিক অ্যালটমেন্টের কপি দেওয়ার অনুরোধ জানান।

রেশন কার্ড ও রেশন সামগ্রী যাতে গরীব মানুষ সহজে পেতে পারেন সে ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহকুমা খাদ্য নিয়ামকের কাছে অনুরোধ জানানো হয়। গরীব মানুষের কাছে যদি সরকার নির্ধারিত খাদ্য সামগ্রী নিয়মিতভাবে না পৌঁছায় বা খাদ্য সামগ্রী পাবার লক্ষ্যে তাদের যদি রেশন কার্ডই না থাকে তাহলে খাদ্য সুরক্ষা আইনের বাস্তবতা নিয়েও প্রশ্ন তোলা উচিত বলে মনে করেন ডেপুটেশনের উদ্যোক্তারা।

এই ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন রূপা মাঝি, পার্বতী সরকার, ফুল সরকার, অর্চনা অধিকারী, মৈত্রী সাহা, তহমিনা মন্ডল ও সুচিত্রা হালদার।

# জাতীয় সম্মানে সম্মানিত স্বেচ্ছাসেবী উদ্যোগ

**বার্তা প্রতিনিধি:** পরিবেশ সুরক্ষার ক্ষেত্রে অসাধারণ ও উৎকৃষ্ট অবদানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশ ও বনমন্ত্রকের ২০১০ সালের 'ইন্দিরা গান্ধী পর্যাবরণ পুরস্কারে' সম্মানিত হল দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার অন্যতম স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র'। পরিবেশ সংরক্ষণ, পুনর্গঠন ও সচেতনতা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে 'জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রের ধারাবাহিক কার্যক্রমের ফলস্বরূপ এই পুরস্কার পশ্চিমবঙ্গের পরিবেশপ্রেমী মানুষদের পরিবেশ সুরক্ষার লক্ষ্যে সংগঠিত হতে বিশেষভাবে উজ্জীবিত করবে। পশ্চিমবঙ্গে কোন একটি সংগঠন পরিবেশ সংক্রান্ত কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ এই প্রথম কেন্দ্রীয় পুরস্কার পেল। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, পরিবেশ ও বনমন্ত্রক পরিবেশ সুরক্ষার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৮৭ সাল থেকে এই পুরস্কার চালু করে। পরিবেশ সুরক্ষা ও উন্নয়নকে মাথায় রেখে জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র সুন্দরবনের মানুষের জন্য বিকল্প জীবন জীবিকার এমন কিছু কাজ তুলে ধরেছে যা পরিবেশ ও মানুষের সাথে এক আত্মিক যোগসূত্র গড়ে তুলেছে। গ্রামের পুকুরে দেশি ছোট ছোট মাছের প্রজাতির সংরক্ষণ ও সুরক্ষা, জীব বৈচিত্র

রক্ষায় পশুপাখী সুরক্ষা, জৈব কৃষি পদ্ধতি ও নয়া কৃষি প্রযুক্তির সমৃদ্ধি, মহিলাদের দ্বারা নিজ নিজ রান্নাঘর সংলগ্ন জমিতে জৈব কৃষি পদ্ধতিতে সবজি উৎপাদন, বর্ষার জল সংরক্ষণ, সামাজিক বনসৃজন ও সৌরশক্তির ব্যবহার প্রভৃতি পরিবেশ বান্ধব কর্মসূচি রূপায়ণের ফলে পরিবেশ উন্নয়নের পাশাপাশি সুন্দরবনের মানুষের জীবন জীবিকার উন্নয়নও সমান গুরুত্ব পেয়েছে। তাছাড়াও প্রাণীপালন, মৎস্যচাষ, হস্তশিল্প প্রভৃতির মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষ বিশেষত: মহিলাদের স্বনির্ভর করে তোলার নিরন্তর প্রচেষ্টা নি:সন্দেহে কৃতিত্বের দাবী

এরপর পাঁচের পাতায়

# মাকাইপুরের মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি

**জীবন জীবিকা**

**জয়ন্ত দাস :** বীরভূম জেলার লাভপুরের কাছে কোপাই নদীর ধার ঘেঁসে একটি ছোট্ট গ্রাম মাকাইপুর। প্রায় ৮৫ টি পরিবারের এই গ্রামটিতে বাগদি পরিবারের সংখ্যাই ৭০ ছুই ছুই। বাকি পরিবারগুলো সদগোপ, মন্ডল, এবং দাস বৈরাগ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বর্ষাকালে যাতে গ্রামের ভেতরে নদীর জল ঢুকতে না পারে তার জন্যে কোপাই নদী ও গ্রামের সীমানার মধ্যে বাঁধ রয়েছে। এই বাঁধের জন্যই চাষের মাঠ উপচে বৃষ্টির জল নদীতে মিশতে পারে না। পরিবর্তে এই বাড়তি জল চাষের মাঠ লাগোয়া বেশ কিছু খালে জমা হয়। আর এই জলের হাত ধরেই আশেপাশের পুকুরের মাছ ওই খালগুলিতে নতুন আস্তানা খুঁজে নেয়। স্বাভাবিকভাবেই গ্রামের মানুষেরও নজর থাকে টাটকা মাছের আতুঁড়ঘর ঐ খালগুলির উপর। মাছ ধরে খাওয়ার ব্যাপারে অবশ্য বাগদিদেরই আধিপত্য বেশি। মন্ডলরা সাধারণত: বাজার বা গ্রাম থেকেই মাছ কিনে খায়। গ্রামের এক বাসিন্দা উত্তম দাস বৈরাগ্য জানালেন, বেশিরভাগ মানুষই খাল থেকে মাছ ধরলেও কেউ কেউ কোপাই নদীতে মাছ ধরতে যায়। এর জন্য বড়শিতে টোপ হিসাবে ব্যবহার করা হয় দাঁড়কিনি অথবা মাগুরজালি মাছ। রাতে টোপসহ বড়শি নদীর জলে রেখে এলে সকালের মধ্যে মাছ ধরা পড়ে। কোনো কোনো দিন ৫ কেজির উপর মাছ পাওয়া যায় বলে জানালেন উত্তম দাস বৈরাগ্য। নদীতে বড় মাছ পাওয়ার পাশাপাশি খাল

এরপর পাঁচের পাতায়

# ভোট দিলেই কেনাকাটায় ছাড়

***প্রদীপ মুখোপাধ্যায়:*** *এতদিন পূজোর সময় বা চৈত্র সেলেই কেনাকাটার উপর বিশেষ ছাড় দেওয়া হত। এবার বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতন্ত্রের উৎসবে সমাজের সকল স্তরের জনগণের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে সেই পথেই হাঁটল বর্ধমান জেলা প্রশাসন। গত ২১ মার্চ এক সাংবাদিক বৈঠকে জেলাশাসক জানান, জেলা জুড়ে ভোটের আগে ভোটের সচিত্র পরিচয় পত্র দেখিয়ে নির্দিষ্ট ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থেকে মিলবে দুই থেকে দশ শতাংশ পর্যন্ত বিশেষ ছাড়। তাছাড়াও ভোট দেওয়ার পর ভোটদানের স্বীকৃতি স্বরূপ আঙুলে কালির ছাপ দেখালেও এই ছাড় পাওয়া যাবে। ভোটের আগে দু'বার এবং পরে দু'বার ভোটদাতারা এই ছাড় নিতে পারবেন। অবশ্য এই সুযোগ প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করেই বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নিজেদের সুবিধা মত দিনেই দেবেন। সাংবাদিক বৈঠকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য হল, ভোটের আগে নিজেদের সচিত্র পরিচয় পত্রগুলি ঠিকঠাক আছে কিনা তা দেখে নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া। ভোটদানকে ১০০ ভাগ নিশ্চিত করতে এই ছাড়ের ঘোষণা নি:সন্দেহে একটি নয়া পদক্ষেপ বলে মনে করেন সাধারণ মানুষ।*


**পঞ্চায়েত হেল্পলাইন - ফোনেই জানুন আপনার প্রশ্নের উত্তর**
**উত্তর দেবেন প্রাক্তন পঞ্চায়েত কমিশনার - শ্রী অমলেন্দু ঘোষ**
সরাসরি - ৯৩৩৯৪৬৫০০০ (সকাল ৭.৩০টা থেকে ৯.৩০টা)অথবা অন্য সময়ে লোক কল্যাণ পরিষদকে (০৩৩) ২৪৬৫৭১০৭ / ৬৫২৯১৮৭৮

## সম্পাদকীয়

### মিড ডে মিল: সতর্কতা জরুরী

অসতর্কতা ও অসাবধানতার জেরে আবার মিড ডে মিল খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ার মত দুর্ঘটনা ঘটল। হাওড়া জেলার ডোমজুড়ের বলুহাটি গার্লস হাইস্কুলে ৩০ জন ছাত্রীর অসুস্থ হয়ে পড়ার বিষয়টি কোনওভাবেই হেলাফেলার হতে পারেনা। বারবার এ ধরনের ঘটনা ঘটতে থাকায় এটাই প্রমাণ হয় যে, পরিস্থিতি এতটুকুও বদলায়নি। গয়ংগচ্ছভাবে চলাটাই যেন কর্তৃপক্ষের রুটিনে পরিণত হয়েছে। তরকারিতে টিকটিকি, চালে পোকা, তেলের মধ্যে মৃত আরশোলার পর এবার নুনের পরিবর্তে ডেটারজেন্ট পাউডারের ঘটনাটাও আমাদের অবাক বিস্ময়ে হজম করতে হচ্ছে। কথায় বলে, অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়। গরীব মানুষের বেঁচে থাকার রাস্তা মনে হয় এইভাবেই ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে আসছে। নাহলে গরীব ঘরের ছেলেমেয়েরা স্কুলে পড়তে এসে দু'মুঠো যে ভাত খাবে তাতেও প্রাণহানির আশঙ্কা থাকবে কেন? কেনইবা তাদের খাওয়ার পর হাসপাতালে ছুটতে হবে? কেনইবা তাদের বাবা, মা ও অভিভাবকদের সন্তানের খাওয়া নিয়ে দুশ্চিন্তার অন্ত থাকবে না? একবেলা একটু খাবার দেবার নামে এমন তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কি চলতেই থাকবে? এমনই সমস্ত নেতিবাচক প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে আছে গরীব ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্কুলে দুপুরের দু'মুঠো খাবার দেবার এক বিশাল কর্মসূচি তথা মিড ডে মিল।

পরিকাঠামোর অভাব, গুণগত মান বজায় রেখে রান্নার অভাব, রাঁধুনিদের মধ্যে সচেতনতার অভাব- এত সমস্ত অভাব নিয়ে চলা মিড ডে মিল সম্পর্কে স্কুল এবং প্রশাসনিক কর্তাদের ভাবনার অবকাশটুকুও নিশ্চয়ই অনেক কম। এই অবাক বিস্ময়ের শেষ কোথায় কে জানে?

## কুসংস্কার ও সচেতনতা কি সমান তালে চলবে?

**বার্তা প্রতিনিধি:** প্রতি বুধবার করে উত্তরবঙ্গ সংবাদ পত্রিকাতে 'কৃষিকর্ম' বলে একটি বিশেষ পাতা নিয়মিত প্রকাশিত হয়। কৃষি বিষয়ক সংবাদ ছাড়াও আগামী পাঁচ দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয় ঐ বিশেষ পাতাতে। ২০১৩ সালের ১০ই এপ্রিল ঐ বিশেষ পাতাতে আবহাওয়ার যে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল তাতে বলা হয়েছে আগামী পাঁচ দিন জলপাইগুড়ি জেলা এবং কোচবিহার জেলাতে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই। পাশাপাশি একই দিনে ঐ পত্রিকার অন্য পাতায় ৯ এপ্রিল কোচবিহার জেলাতে ২৫ হাজার টাকা খরচ করে ব্যাঙের বিয়ে দেওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। কোচবিহার-২ ব্লকের ঢাংঢিংগুড়ি কাচুয়া হাইস্কুলের দক্ষিণে এক খোলা মাঠে দু'টি কোলা ব্যাঙকে ধরে মহা ধুমধামের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয় বৃষ্টির আশায়। বেশ কিছুদিন ধরেই তীব্র গরমে নাভিশ্বাস উঠেছিল গ্রামবাসীদের। পাশাপাশি বৃষ্টি না হওয়া ধুলোর আস্তরনে ঢেকে যাচ্ছিল গোটা এলাকা। কাকতালীয়ভাবে হলেও ব্যাঙের বিয়ে দেওয়ার পরদিনই কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি এই দু'টি জেলাতেই শিলাবৃষ্টি হওয়ায় ব্যাঙের বিয়ের উদ্যোক্তারা খুশি হলেও স্বঘোষিত বিজ্ঞানকর্মীদের কাছে তা আতঙ্কের বিষয়। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর আত্মতৃপ্তিতে পরিপূর্ণ আমার মতো স্বঘোষিত বিজ্ঞানকর্মীদের কাছে আজ যে প্রশ্নটা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে তা হল আমাদের প্রয়াস জনমানসে সত্যি কতটা প্রভাব ফেলতে পারছে। 'অলৌকিক নয় লৌকিক' শিরোনামে কুসংস্কার বিরোধী যে অনুষ্ঠানগুলো সাধারণ মানুষ ভিড় করে দেখেন তারাই আবার ব্যাঙের বিয়ের উদ্যোক্তা এবং পৃষ্ঠপোষক হন না তো? বিজ্ঞানমেলা বা কর্মশালায় সাপ নিয়ে সচেতনতা শিবিরে যারা টিকিট কেটে ঢোকেন তাদেরই কেউ কেউ আবার সাপে কাটা রোগীকে দক্ষ ওঝার কাছে নিয়ে যাওয়ার উৎসাহ দেখান নাতো? আর্থিক সমস্যা থাকা সত্ত্বেও যে সংগঠন বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশ করার এবং তা চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার অহঙ্কার দেখান তাদের পত্রিকার পাঠকরাই দক্ষিণবঙ্গে তারকেশ্বরে এবং উত্তরবঙ্গের জল্পেশে জল ঢালার মিছিলে পা মেলান নাতো? যারা এগুলোকে অজ্ঞ গেঁয়ো মানুষের সমস্যা বলে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন তাদের জানিয়ে রাখি মাঙ্গলিক দোষ কাটানোর জন্যে প্রাক্তন বিশ্বসুন্দরীকেও কিন্তু গাছের সঙ্গে বিয়ে করতে হয়েছিল।

# জঞ্জাল নিয়ে জেরবার জলপাইগুড়ি

পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে পেশাদার এবং অপেশাদার স্বেচ্ছাসেবী পরিবেশবাদী সংগঠনের ছড়াছড়ি। তাছাড়া বিভিন্ন স্কুলে ইকোক্লাব বা সবুজ বাহিনী রয়েছে পাঁচ হাজারের কাছাকাছি। শুধুমাত্র জলপাইগুড়ি জেলাতেই সবুজ বাহিনীর সংখ্যা দেড়শোর উপরে। পরিবেশ রক্ষায় সদা সতর্ক এইসব সংগঠন ও বাহিনীর অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় জল, জলাভূমি বা পরিবেশ দিবসের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। প্রভাত ফেরী, মিটিং মিছিল বা করলার বুকে রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনতে শুনতে সংগঠনের ব্যানার লাগিয়ে নৌকাবিহার, যে যেমনভাবে পারে মিডিয়ার মাইলেজ পাওয়ার চেষ্টা করে। আর এখানেই প্রশ্ন উঠছে যে শ্লোগান সর্বস্ব এই ধরনের কর্মকান্ডে পরিবেশের আদৌ কোনও লাভ হয় কি?

উত্তরবঙ্গ উৎসবের প্রাক্কালে জলপাইগুড়ি পুরসভা জঞ্জাল নিয়ে জেরবার হলেও সমস্যা শুরু হয়েছিল আরও আগে। ২০০৯ সালে তৎকালীন জেলা শাসকের উপস্থিতিতে পাঙ্গা নদী দূষণ প্রতিরোধ কমিটি ও অন্যান্য আধিকারিকদের মধ্যে যে আলোচনা হয়েছিল সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত ফকিরপাড়াতে নির্দিষ্ট করা পুরসভার বর্জ্য ফেলার জায়গাতে ৬ মাসের মধ্যে আবর্জনা ফেলা বন্ধ করতে হবে। পাশাপাশি ২০০৯ সালেই তৎকালীন জেলাশাসক পৌরসভা বিষয়ক দপ্তরের মুখ্য সচিবকে চিঠি লিখে [মেমো নং ১৯২/১(২)] অনুরোধ করেছিলেন কঠিন বর্জ্যের ব্যবস্থাপনার জন্যে পরামর্শ দিতে পারেন এমন কোনও বিশেষজ্ঞকে পাঠাতে। এদিকে পাঙ্গা নদী দূষণ প্রতিরোধ কমিটির সঙ্গে জলপাইগুড়ি পুরসভার যে চুক্তি হয় তাতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল, ২০১১ সালের ৩১ ডিসেম্বরের পর থেকে ফকিরপাড়াতে আবর্জনা ফেলতে পারবে না। যদিও সেই চুক্তির খেলাপ করে ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসেও ফকিরপাড়াতে আবর্জনা ফেলে দিয়ে গেছে পুরসভার গাড়ি। স্থানীয় মানুষ এবং জলপাইগুড়ির একটি পরিবেশবাদী সংগঠনের আপত্তিতে ফকিরপাড়ার পরিবর্তে বিকল্প জায়গার খোঁজ শুরু করে পুরসভা। জেলা প্রশাসন এবং ভূমি ও ভূমিসংস্কার দপ্তরের উদ্যোগে জলপাইগুড়ি হলদিবাড়ি রোডের পাশে মঙ্গলঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি পরিত্যক্ত ইটভাটার পাশে প্রায় আড়াই একর জমিতে ডাম্পিং গ্রাউন্ড করার জন্য খুঁটি পুঁততে গেলে স্থানীয় মানুষ কমিটি গড়ে বাধা দেয়। ২০১২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি জলপাইগুড়ি সদর মহকুমা শাসকের অফিসে অনুষ্ঠিত ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে মঙ্গলঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য জানিয়েছেন পুরসভার চিহ্নিত জমিটি জলাভূমি। বছরের বিভিন্ন সময়ে পাখিরা ভিড় করে জলাভূমিতে। তাছাড়া বহু মৎসজীবী পরিবারও ঐ জলাভূমির উপর নির্ভরশীল। তাই ঐ জলাভূমিকে জঞ্জাল ফেলে ভরাট করা যাবে না বলে জানিয়েছিল মঙ্গলঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা। ফলে প্রতিদিন জমা হওয়া প্রায় ৫০ টন জঞ্জাল নিয়ে জেরবার জলপাইগুড়ি পুরসভা।

অথচ এমনটা হওয়ার কথা ছিল না। কঠিন বর্জ্যের ব্যবস্থাপনার জন্যে নির্দিষ্ট নির্দেশিকা ও সংশ্লিষ্ট আইন আছে। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি এবং সংগঠনেরও অভাব নেই। আর রয়েছে বরাদ্দকৃত অর্থ। তবুও সদিচ্ছা ও সঠিক পদক্ষেপ নেওয়ার অভাবে সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। আশ্চর্যের বিষয় হল, এখানেও পরিবেশবাদী সংগঠনগুলো পরিবেশ সুরক্ষার অতন্দ্র প্রহরী রূপে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে এগিয়ে আসেনি। কাগুজে বিবৃতি দিলেও সমস্যার সমাধানে ধারাবাহিকভাবে লেগে থাকার উৎসাহ দেখা যায়নি মিডিয়ার মাইলেজ পাওয়া পরিবেশবাদী সংগঠনগুলোর মধ্যে (দু'একটা ব্যতিক্রম ছাড়া)।

ক্রমবর্ধমান আবর্জনা সমস্যা ও পরিবেশের ওপর তার প্রভাব নিয়ন্ত্রণের জন্যে ভারত সরকারের পরিবেশ ও বনমন্ত্রক পরিবেশ সুরক্ষা আইন ১৯৮৬ এর অধীনে পৌর কঠিন আবর্জনা (ব্যবস্থাপনা ও সংস্থাপন) আইন ২০০০ জারী করে। পুরসভাগুলোর সদিচ্ছার অভাবে আজও কোথাও এই আইন সঠিকভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি। আবর্জনা ব্যবস্থাপনা আইন ২০০০ এর প্রতিটি নির্দেশিত সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পরেও পরিস্থিতি যে খুব একটা পরিবর্তন হয়নি তা জলপাইগুড়ি কান্ড থেকেই পরিস্কার। কিছু নোটিশ, সার্কুলার এবং পরিকল্পনা রচনা ছাড়া বাস্তবে অবস্থা যেখানে ছিল প্রায় সেখানেই রয়ে গেছে। অথচ পৌর বিষয়ক দপ্তরে কঠিন বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা মিশন গঠিত হয়েছে। সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্টে রেজিস্ট্রিকৃত এই মিশনের মাধ্যমেই পুরসভাগুলোকে কঠিন বর্জ্যের ব্যবস্থাপনার জন্যে প্রকল্প তৈরি এবং আর্থিক সহায়তার জন্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ইতালি সরকারের সহায়তায় ২৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৬টি পৌর শহরে কঠিন বর্জ্যের ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য পৌর শহরে কঠিন বর্জ্যের ব্যবস্থাপনার জন্যে ২০০৫-০৬ সালেই দ্বাদশ অর্থ কমিশন থেকে ৪৮ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল কোলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটির মেগাসিটি প্রকল্পে। বরাদ্দকৃত অর্থে পানিহাটি, চন্দননগর, বরাহনগর, দমদম, দক্ষিণ দমদম এবং বিধাননগর পুরসভা কঠিন বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা প্রকল্প শুরু করেছিল। পাশাপাশি সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড এবং কোলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটির (কে এম ডি এ) যৌথ আর্থিক সহায়তায় ২২ কোটি টাকা ব্যয়ে উত্তর দমদম পুরসভা এবং নিউ ব্যারাকপুর পুরসভাকে কঠিন বর্জ্যের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে মডেল পুরসভা হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। সম্প্রতি বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ তৈরির প্রকল্পের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান এবং সেন্টার ফর কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের অধিকর্তা অধ্যাপক সাধন ঘোষ। তিনি জানিয়েছেন বর্তমানে ৮টি পুরসভাতে বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ প্রকল্পটি শুরু করার জন্যে আলোচনা চলছে। পুরসভাগুলো হল, ভাটপাড়া, বারুইপুর, বালুরঘাট, ডানকুনি, দিনহাটা, হালিশহর, খড়গপুর এবং জলপাইগুড়ি। কার্যকরী এই প্রকল্পটির খরচ ইউনিট প্রতি ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা হলেও একটি ইউনিট থেকে প্রতিদিন ৬০০ ইউনিট বিদ্যুৎ এবং ৪০০ কেজি জৈবসার পাওয়া যাবে। মিডিয়ার মাইলেজ পাওয়া পরিবেশবাদী সংগঠনগুলো এই উদ্যোগগুলোর কথা যত বেশি করে প্রচার করবেন তত বেশি করে পরিবেশ দূষণমুক্তির দিকে এগোবে।

■ **জয়ন্ত দাস**

# শ্রীনিকেতন মাঘ মেলায় গ্রামীণ কবি ও সাহিত্যিক সম্মেলন

**প্রদীপ মুখোপাধ্যায়:** শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্যপূর্ণ পৌষমেলার পাশাপাশি শ্রীনিকেতনে মাঘ মেলা চালু করেছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূলত: গ্রামীণ উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে গ্রামগুলির পুনর্গঠন করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তিনি। বিভিন্ন সংস্কার এবং দু:খ দারিদ্র জর্জরিত তৎকালীন গ্রাম বাংলার মানুষের উন্নয়নের জন্য তাদের সংঘবদ্ধ হতে বলেছিলেন এবং সমবায় প্রথায় গ্রাম বিকাশের কথা বলেছিলেন তিনি। তাই কবি, প্রাবন্ধিক, গল্পকার বা ঔপন্যাসিক হিসাবে মানুষ যেমন কবিগুরুকে মনে রাখবে তেমনি অন্যতম গ্রাম উন্নয়নের কান্ডারী হিসাবেও তিনি মানুষের মননে বিরাজ করবেন চিরকাল। আর এ ব্যাপারে মেলাকে বরাবরই গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। শ্রীনিকেতনের মাঘ মেলা তেমনই একটি উদ্যোগ বলা যেতে পারে। এই মেলা উপলক্ষে যেমন গ্রামীণ বিভিন্ন শিল্পকর্মের সমাহার নিয়ে শিল্পীরা হাজির হন, তেমনি থাকে ফুলের প্রদর্শনী, আশপাশ এলাকার চাষীদের উৎপাদিত উন্নতমানের ফসলের প্রদর্শনী ইত্যাদি। মেলা উপলক্ষে বসে কবিগান, ফকিরি গান, কীর্তন গান, বাউল গানের আসর, সাহিত্য সভা, মহিলা ও শিশু সম্মেলন এবং যুব সমাবেশ। গত ৭ ফেব্রুয়ারি শ্রীনিকেতন মাঘ মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিখ্যাত জার্মান রবীন্দ্র গবেষক ড: মার্টিন ক্যাম্পচেন। মাঘ মেলা উপলক্ষে ৮ ফেব্রুয়ারি শিক্ষাসত্রের মাঠে রৌদ্রছায়া মাখামাখি খোলা মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে বটবৃক্ষের তলদেশে বাঁধানো বেদীমূলে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন প্রান্তের শতাধিক কবি সাহিত্যিকের উপস্থিতিতে গ্রামীণ কবি

এরপর পাঁচের পাতায়

# গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত বিধিবদ্ধ কাজের তদারকি ক্যালেন্ডার

| মাস | তারিখ | বিষয় | কাজের বিবরণ | আর্থিক নিয়মাবলী | প্রশাসনিক নিয়মাবলী | পঞ্চায়েত আইন | আদেশনামা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **প্রতিদিনের করণীয় কাজ:-**<br>⇨ ক্যাশ বই, সাবসিডিয়ারী ক্যাশ বই সহ বিভিন্ন রেজিস্টার ও নথিতে যেদিন কোনও লেনদেন হবে সেদিন প্রধানকে (প্রধানের অনুপস্থিতিতে উপ-প্রধান) পরীক্ষা ও সই করতে হবে।<br>⇨ নিয়মিত ডাক দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।<br>⇨ নিয়মিত কর্মচারীদের হাজিরা খাতা পরীক্ষা ও সই করতে হবে।<br>⇨ নিজস্ব উদ্যোগে বা ঠিকাদারদের মাধ্যমে চালু কাজগুলির নিয়মিত তদারকি হচ্ছে কিনা সেদিকে নজর দিতে হবে।<br>⇨ কোনও অভিযোগ পাওয়া গেলে তা পরীক্ষা করে নিরসনের ব্যবস্থা নিতে হবে।<br>⇨ তথ্যের অধিকার আইনের প্রয়োগে আবেদনপত্র পাওয়া গেলে তার সময়োচিত নিষ্পত্তি হওয়ার দিকে নজর দিতে হবে। | | | | | | | |
| **প্রতিমাসের করণীয় কাজ:-**<br>⇨ প্রতি মাসের শুরুতে আগের মাসের খাত ভিত্তিক তহবিলের অবস্থান ২৬ নং ফর্মে তৈরি করতে হবে। প্রধানের অনুমোদন সাপেক্ষে তা গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় পেশ করতে হবে। এই বিবরণীর প্রতিলিপি পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহী আধিকারিকের কাছে ৭ তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে।<br>⇨ তহবিলে মজুত বিভিন্ন খাতের টাকা সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্যে অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতি ও অন্য সংশ্লিষ্ট উপ-সমিতির সভায় আলোচনা করতে হবে।<br>⇨ সাধারণ সভা করতে হবে।<br>⇨ প্রত্যেক উপ-সমিতির অন্তত: একটি করে সভা করতে হবে।<br>⇨ কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের অর্থানুকূল্যে গৃহীত কার্যক্রমের তহবিলের ৬০ শতাংশ ব্যয় হলে অবিলম্বে সদ্ব্যবহার শংসাপত্র পাঠাতে হবে। | | | | | | | |
| এপ্রিল | ১০ | ফর্ম ৩০ | গ্রাম উন্নয়ন সমিতি বিগত বছরের ১লা এপ্রিল থেকে ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত আয়- ব্যয়ের হিসাব ৩০ নং ফর্মে গ্রাম পঞ্চায়েতে জমা করবে। | রুল ৩২(১৮) | | | |
| এপ্রিল | ১৫ | ফর্ম ২৭ | নির্বাহী সহায়ক, সচিব ও অন্যান্যদের সহায়তায় বিগত বছরের ১লা এপ্রিল থেকে ৩০শে মার্চ পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব ২৭ নং ফর্মে প্রস্তুত করবেন এবং প্রধানের নিকট পেশ করবেন। | রুল ২৭ (৩) | | | |
| এপ্রিল | ৩০ | ফর্ম ২৭ | ২৭ নং ফর্মে প্রস্তুত আয়-ব্যয়ের হিসাব অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির অনুমোদন সহ গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে এবং অনুমোদিত হিসাব পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহী আধিকারিকের কাছে পাঠাতে হবে। | রুল ২৭ (৩) | | | |
| এপ্রিল | ৩০ | নির্ধার তালিকা | বিগত আর্থিক বছরের ৩১ শে জানুয়ারির মধ্যে প্রস্তুত নির্ধার তালিকার ভিত্তিতে বকেয়া ও চলতি করের তালিকা প্রস্তুত করে ৪নং ফর্মের রসিদ বই সহ কর আদায়কারীকে দেওয়া। | রুল (ফর্ম) ৭ | রুল ৬০, ৬১ ও ৬২ | | |
| মে | ৩০ | গ্রাম সংসদ সভা | গ্রাম সংসদের বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত করা এবং ঐ সভায়:-<br>⇨ বিগত বছরের সংশোধিত ও পরিবর্তিত বাজেট অবগতির জন্য পেশ করা।<br>⇨ ২৭ নং ফর্মে প্রস্তুত করা প্রতিবেদন অবগতি ও মন্তব্যের জন্য সংসদ সভায় পেশ করা।<br>⇨ বিগত বছরের কাজের খতিয়ান পেশ এবং আগামী বছরের চাহিদাগুলি চিহ্নিত করা। | রুল ৪০(৭)<br>রুল ২৭(২) | | পঞ্চায়েত আইন ১৬ক(২) | |
| জুন | ১ | নির্ধার তালিকা | নির্ধার তালিকা প্রস্তুতির লক্ষ্যে ৫(ক) ফর্ম বিতরণ শুরু করা যেতে পারে। | | | | |
| জুলাই | ১ | নির্ধার তালিকা | নির্ধার তালিকা প্রস্তুতির লক্ষ্যে ৫(ক) ফর্ম সংগ্রহ করার প্রক্রিয়া শুরু করা যেতে পারে। | | | | |
| জুলাই | ১০ | পরিকল্পনা ও বাজেট | গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সহায়তায় পাড়া বৈঠক করে গ্রাম সংসদের তথ্য হালনাগাদ করা। | | | | ৩৩৪৩তারিখ ৩১.৭.২০০৯ |
| জুলাই | ১৫ | পরিকল্পনা ও বাজেট | সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে ক্ষেত্রভিত্তিক সমস্যা-সম্পদ-সম্ভাবনা খুঁজে বের করা। | | | | ৩৩৪৩তারিখ ৩১.৭.২০০৯ |
| জুলাই | ৩০ | পরিকল্পনা ও বাজেট | গ্রাম পঞ্চায়েত অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির সভায় ক্ষেত্রভিত্তিক অগ্রাধিকার স্থির করা এবং সেই অনুসারে গ্রাম উন্নয়ন সমিতিকে তহবিল বরাদ্দের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তা জানানো। | | | | ৩৩৪৩তারিখ ৩১.৭.২০০৯ |
| আগস্ট | ১৪ | পরিকল্পনা ও বাজেট | গ্রাম উন্নয়ন সমিতিগুলি ৩৪ নং ফর্মে গ্রাম সংসদের বাজেট তৈরি করে গ্রাম পঞ্চায়েতে জমা দেবে। | রুল ৩৫(২ ও ৩) | | | |
| আগস্ট | ২৭ | পরিকল্পনা ও বাজেট | সব ক'টি গ্রাম সংসদ পরিকল্পনা ও গ্রাম পঞ্চায়েত/উপ-সমিতির প্রস্তাবিত উদ্যোগের ভিত্তিতে উপ-সমিতির ক্ষেত্রভিত্তিক পরিকল্পনা রচনা। | | | | ৩৩৪৩তারিখ ৩১.৭.২০০৯ |
| আগস্ট | ৩০ | নির্ধার তালিকা | ৫(ক) ফর্ম সংকলন করে ৬নং ফর্মে গৃহ ও জমির সংসদ ভিত্তিক বাজার মূল্য নির্ধারণ করা যেতে পারে। | | | | |
| আগস্ট | ৩১ | পরিকল্পনা ও বাজেট | আগামী আর্থিক বছরের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত সমস্ত সম্ভাব্য সূত্র থেকে যে পরিমাণ অর্থ পেতে পারে তা নির্ধারণ করতে হবে। | রুল ৩৬(১) | | | |
| সেপ্টেম্বর | ১ | নির্ধার তালিকা | বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯(১) ফর্মে বার্ষিক করের পরিমাণ নির্ধারণ। | | রুল ৫৯ | | |
| সেপ্টেম্বর | ৭ | নির্ধার তালিকা | প্রতি বছর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাড়ী ও বাস্তু জমির মালিক/ব্যবহারকারীদের ৯নং ফর্মের ১নং ভাগে কর ও ৯নং ফর্মের ২ থেকে ৯নং ভাগে অ-করের পরিমাণ নির্ধারণ করে গ্রাম পঞ্চায়েতের নিকট অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতি পেশ করবে। | | রুল ৫৯ | | |
| সেপ্টেম্বর | ১৫ | পরিকল্পনা ও বাজেট | উপ-সমিতি ভিত্তিক পরিকল্পনা ও বাজেট রচনা (৩৫নং ফর্ম) ও প্রধানের কাছে পেশ। | রুল ৩৬(২) | | | |

এরপর চারের পাতায়

| মাস | তারিখ | বিষয় | কাজের বিবরণ | আর্থিক নিয়মাবলী | প্রশাসনিক নিয়মাবলী | পঞ্চায়েত আইন | আদেশনামা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সেপ্টেম্বর | ৩০ | নির্ধার তালিকা | অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতি কর্তৃক প্রস্তুত করা নির্ধার তালিকাগুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় অনুমোদিত হতে হবে। | | রুল৬০(১) | | |
| অক্টোবর | ১ | পরিকল্পনা ও বাজেট | গ্রাম সংসদ পরিকল্পনা ও বাজেট এবং উপ-সমিতি ভিত্তিক পরিকল্পনা ও বাজেটের ভিত্তিতে খসড়া গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা ও বাজেট (৩৬ নং ফর্ম) তৈরি। | রুল ৩৬ (৩) | | | |
| অক্টোবর | ৫ | পরিকল্পনা ও বাজেট | গ্রাম পঞ্চায়েতের সভায় অনুমোদিত নির্ধার তালিকার প্রতিলিপি পঞ্চায়েত উন্নয়ন আধিকারিকের নিকট পাঠাতে হবে। | | রুল৬০(২) | | |
| অক্টোবর | ১০ | ফর্ম ৩০ | গ্রাম উন্নয়ন সমিতির বিগত বছরের ১লা এপ্রিল থেকে ৩০ শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব ৩০ নং ফর্মে গ্রাম পঞ্চায়েতে জমা করবে। | রুল৩২(১৮) | | | |
| অক্টোবর | ১০ | পরিকল্পনা ও বাজেট | গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য প্রস্তুত করা বাজেটের রূপরেখাটির অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির সভায় পেশ করতে হবে। | রুল ৩৭ | | | |
| অক্টোবর | ২০ | নির্ধার তালিকা | পঞ্চায়েত উন্নয়ন আধিকারিক তাঁর মতামত সহ নির্ধার তালিকাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের নিকট ফেরত পাঠাবেন। | | রুল৬০(২) | | |
| অক্টোবর | ২৫ | ফর্ম ২৭ | ২৭ নং ফর্মে প্রস্তুত আয়-ব্যয়ের হিসাব অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির অনুমোদন সহ গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে এবং পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহী আধিকারিকের কাছে পাঠাতে হবে। | রুল ২৭(২) | | | |
| অক্টোবর | ৩০ | পরিকল্পনা ও বাজেট | অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতিতে বিবেচিত বাজেটের রূপরেখাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিশেষ সভায় পেশ হবে। এই সভায় অনুমোদিত রূপরেখাটি খসড়া বাজেট হিসাবে বিবেচিত হবে। | রুল ৩৮ | | | |
| নভেম্বর | ৫ | নির্ধার তালিকা | পঞ্চায়েত উন্নয়ন আধিকারিকের নির্ধার তালিকা সংক্রান্ত মন্তব্যে গ্রাম পঞ্চায়েত একমত না হলে তা চূড়ান্ত বিবেচনার জন্যে জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিকের কাছে পাঠাবে। | | রুল৬০(২) | | |
| নভেম্বর | ৫ | পরিকল্পনা ও বাজেট | ৩৭ নং ফর্মে নোটিশ সহ খসড়া বাজেটের কপি টাঙাতে হবে: (১) নোটিশ বোর্ড (২) কমপক্ষে দু'টি জনবহুল এলাকায় যেমন ডাকঘর, থানা, অফিস, বিদ্যালয়। | রুল ৩৮ (৩) | | | |
| নভেম্বর | ৭ | পরিকল্পনা ও বাজেট | খসড়া বাজেটের কপি সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির নিকট পাঠাতে হবে। | রুল ৩৮ (৪) | | | |
| নভেম্বর | ১০ | নির্ধার তালিকা | ১০ নং ফর্মে নোটিশ সহ খেলাপী করদাতাদের নামের তালিকা এবং সংশোধিত নির্ধার তালিকা কমপক্ষে ২টি প্রকাশ্য স্থানে টাঙানো সহ ষাণ্মাসিক সংসদ সভায় প্রকাশ করতে হবে। | | রুল৬০(৩) | | |
| নভেম্বর | ১৫ | পরিকল্পনা ও বাজেট | খসড়া বাজেটের উপর জনসাধারণের মতামত গ্রহণ প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। | রুল ৬০(৩) | | | |
| নভেম্বর | ২০ | নির্ধার তালিকা | খেলাপী করদাতাদের নামের তালিকা এবং সংশোধিত নির্ধার তালিকা বিষয়ে জনগণ আপত্তি দাখিল করতে পারবে। | | রুল৬০(৩) | | |
| নভেম্বর | ২৫ | পরিকল্পনা ও বাজেট | বাজেট সংক্রান্ত বিষয়ে পঞ্চায়েত সমিতির মতামত থাকলে তা গ্রাম পঞ্চায়েতকে জানাবে। | রুল ৩৮ (৪) | | | |
| নভেম্বর | ৩০ | গ্রাম সংসদ সভা | গ্রাম সংসদের ষাণ্মাসিক সভা অনুষ্ঠিত করা এবং ঐ সভায়:-<br>⇨ পরবর্তী বছরের বাজেট পেশ করা।<br>⇨ ২৭ নং ফর্মে প্রস্তুত করা প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য সংসদ সভায় পেশ করা।<br>⇨ সংশোধিত নির্ধার তালিকা পেশ করা। | | | পঞ্চায়েত আইন ১৬ক(২) | |
| ডিসেম্বর | ৫ | নির্ধার তালিকা | গ্রাম পঞ্চায়েত নির্ধার তালিকার উপর গৃহীত আপত্তির ব্যাপার শুনানী করে সিদ্ধান্ত নেবে। | | রুল৬০(৪) | | |
| ডিসেম্বর | ১৫ | নির্ধার তালিকা | পূর্বের প্রকাশিত নির্ধার তালিকা প্রকাশ্য স্থানে পুনরায় প্রকাশ করতে হবে। | | রুল৬০(৫) | | |
| ডিসেম্বর | ২৪ | নির্ধার তালিকা | প্রকাশিত সংশোধিত নির্ধার তালিকা বিষয়ে কারো কোনও আপত্তি থাকলে জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিকের নিকট জানাতে হবে। | | রুল৬০(৫) | | |
| ডিসেম্বর | ৩১ | গ্রাম সভা মিটিং | গ্রাম সভা অনুষ্ঠিত করা:-<br>⇨ ফর্ম ২৭ পেশ করা।<br>⇨ নির্ধার তালিকা পেশ করা।<br>⇨ পরবর্তী বছরের খসড়া বাজেট পেশ করা। | রুল ৩৮ (৬) | | | |
| ডিসেম্বর | ৩১ | গ্রাম সংসদ সভা | গ্রাম সংসদ সভার রিপোর্ট বিডিও'র নিকট পাঠাতে হবে। | | | | |
| জানুয়ারি | ১৫ | নির্ধার তালিকা | ১৫ই জানুয়ারির মধ্যে জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিকের নিকট নির্ধার তালিকার উপর আপিলের শুনানির নিষ্পত্তি করতে হবে। | | রুল৬০(৬) | | |
| জানুয়ারি | ২৫ | সংশোধিত বাজেট | ৩৮ নং ফর্মে প্রয়োজন ভিত্তিক খসড়া অতিরিক্ত ও সংশোধিত বাজেট প্রস্তুত করতে হবে। | রুল ৪০ (২) | | | |
| জানুয়ারি | ৩১ | নির্ধার তালিকা | চূড়ান্ত নির্ধার তালিকা প্রকাশ করতে হবে। | | রুল৬০(৭) | | |

শেষাংশ ছয়ের পাতায়

লোকসভা নির্বাচন ২০১৪

# বর্ধমানে পঞ্চাশটি বুথের দায়দায়িত্বে মহিলারাই

**প্রদীপ মুখোপাধ্যায়:** আগামী ১৬তম লোকসভা নির্বাচনে শুধুমাত্র মহিলা কর্মীরাই বর্ধমানে পঞ্চাশটি বুথের দায়দায়িত্ব সামলাবেন। বর্ধমান জেলায় বর্ধমান পূর্ব, বর্ধমান-দুর্গাপুর এবং আসানসোল - এই তিনটি লোকসভা কেন্দ্র থাকলেও বর্ধমানের আউশগ্রাম, মঙ্গলকোট ও কেতুগ্রাম বীরভূম জেলার বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত এবং খন্ডঘোষ সহ কয়েকটি এলাকা বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে পড়ে। সব মিলিয়ে এবারের লোকসভা নির্বাচনে বর্ধমান জেলার মোট ভোটার সংখ্যা ৫৪,১৯,৫৩৩ জন। মোট ৬৭৮৪টি বুথে ভোট গ্রহণ করা হবে। এর মধ্যে এবারই প্রথম বর্ধমান জেলায় পঞ্চাশটি বুথ থাকছে যেখানে শুধুমাত্র মহিলা কর্মীরাই ভোটের দায়দায়িত্ব সামলাবেন। এই সমস্ত বুথগুলি মূলত এবারই প্রথম বর্ধমান জেলা শহর অথবা সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায়। তাছাড়া এই সমস্ত বুথে পুরুষের থেকে মহিলা ভোটারের সংখ্যাই বেশি। বর্ধমানের জেলাশাসক ড: সৌমিত্র মোহন সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান। তিনি বলেন, এবার লোকসভা নির্বাচন হতে চলেছে ১০০ শতাংশ সচিত্র পরিচয় পত্রের মাধ্যমে। উল্লেখ্য, এর জন্যে ইতিমধ্যেই প্রশাসনের পক্ষ থেকে যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। গত ৯ মার্চ জেলা জুড়ে সমস্ত বুথে বিশেষ শিবির করে ভোটার তালিকায় নাম না থাকা ব্যক্তিদের নাম তোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের সাথে জেলার গলসি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনও অনুষ্ঠিত হবে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এবার প্রতিটি বুথে প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম ছাড়াও অ্যাম্বুলেন্স ও চিকিৎসকের ব্যবস্থা থাকবে। অসুস্থ, অক্ষম, প্রতিবন্ধী ভোটারদের জন্য প্রথম লাইনের ব্যবস্থা থাকবে। প্রতিটি বুথে ভোটবন্ধু ক্যাম্প করা হবে, যেখান থেকে সাধারণ ভোটারদের সচিত্র পরিচয় স্লিপ দেওয়া হবে।

# ‘শিল্পী সমন্বয়’ এর উদ্যোগে সারা বাংলা নাট্য উৎসব

**প্রদীপ মুখোপাধ্যায়:** বর্ধমান শহর এবং শান্তিনিকেতনের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত গুসকরা। ভৌগোলিক দিক দিয়ে বর্ধমান জেলায় অবস্থিত হয়েও সাংস্কৃতিক চেতনায় শান্তিনিকেতনের পরিমন্ডলে আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে জন্ম হয়েছিল একটি চেতনার। যার নাম ‘শিল্পী সমন্বয়’। প্রধানত: নাট্য আঙ্গিকে বাংলা সংস্কৃতির বহমান ধারা এবং পরম্পরা রক্ষার পাশাপাশি নিজস্ব সংস্কৃতি এবং কর্মকান্ডের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার মেলবন্ধন ও যোগসূত্র ঘটাতে বিগত বছরগুলির মত এবারও গুসকরার ‘শিল্পী সমন্বয়’ এর উদ্যোগে ১৫ থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারি তিন দিন ব্যাপী সারা বাংলা একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। গুসকরার বিদ্যাসাগর মেমোরিয়াল হলে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন গুসকরার প্রাক্তন পুরপতি চঞ্চল গরাই। উপস্থিত ছিলেন গুসকরা টাউন লায়ন্স ক্লাবের অন্যতম কর্মকর্তা তথা সমাজসেবী রাজেন্দ্র প্রসাদ আগরওয়াল, সম্পাদক সুব্রত শ্যাম এবং সংস্থার সভাপতি ডা: শ্যামল দাস। সংস্থার পঁচিশ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে বিশেষ স্মরণিকার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন রাজেন্দ্র প্রসাদ আগরওয়াল। প্রতি বছরের মত এবারও সংস্থার পক্ষ থেকে গুণীজন হিসাবে সমাজসেবার জন্য সম্বর্ধনা জানানো হয় গুসকরার বাসিন্দা জগন্নাথ ব্যানার্জ্জীকে। এই নাট্য প্রতিযোগিতায় থিয়েটার চন্দননগরের ‘মন পবনের নাও’, কোলকাতা রঙ্গসের ‘অভিনয়’, বেলঘরিয়া গোধূলীর ‘না মানুষ’, কোলকাতা কালপুরুষের ‘সন্ধে বেলার জলসাঘর’, নদীয়া শান্তিপুর সাংস্কৃতিক সংস্থার ‘গন্ধ জালে’, বাঁশবেড়িয়া বৃশ্চিকের ‘অন্তরন’ এবং শিল্পী সমন্বয়’-এর নিজস্ব প্রযোজনায় ‘চোর পুলিশের চোরা কথা’ নাট্যগুলি মঞ্চস্থ করা হয়। বিচারক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যকার ও নাট্য বিশ্লেষক বর্ধমান ড্রামা কলেজের অধ্যক্ষ ললিত কোনার এবং রবীন্দ্রনাথ দাস। প্রতিযোগিতায় প্রথম হয় ‘গন্ধ জালে’ নাটকটি। ‘সন্ধে বেলার জলসাঘর’ এবং ‘অন্তরন’ নাটকগুলি যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে। পুরস্কার বিতরণী সভায় উপস্থিত ছিলেন গুসকরার পুরপতি বুর্দ্ধেন্দু রায়, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রাক্তন মুখ্য সচেতক সৈয়দ মহ: মসীহ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সংস্থার সম্পাদক সুব্রত শ্যাম বলেন, আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বহু শাখায় প্রসারিত। কিন্তু নাটক ছাড়া আমাদের অস্তিত্ব ভাবাই যায় না।

এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গুসকরায় যথেষ্ট উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গুসকরায় যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার হয়।

দু’য়ের পাতার পর...

## শ্রীনিকেতনে মাঘ মেলা

ও সাহিত্যিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন শ্রীনিকেতন বার্ষিক উৎসবের গ্রামীণ কবি ও সাহিত্যিক সম্মেলন উপসমিতির অন্যতম আহ্বায়ক কেশবচন্দ্র সিনহা। সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বভারতীর শিক্ষা, উদ্ভাবনী শিক্ষা ও পল্লী উন্নয়ন বিভাগের অধিকর্তা অধ্যাপিকা সবুজকলি সেন। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বভারতীর কলাভবনের অধ্যক্ষ অধ্যাপক শিশির সাহানা, বিশেষ অতিথি ছিলেন শান্তিনিকেতনের প্রবীণ আশ্রমিক দীপেশ রায় চৌধুরী প্রমুখ। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় ১২০ জন কবি সাহিত্যিককে এই গ্রামীণ কবি ও সাহিত্যিক সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

বর্ষীয়ান কবি মুক্তিপদ চক্রবর্তী, দীপঙ্কর চক্রবর্তী, প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, শুভঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, কান্তি ভূষণ ঘোষ, দীনেশ সরকার, সুমিত্র খাঁ, প্রদীপ চট্টোরাজ, পবিত্র ভূষণ সরকার, অনন্ত বিশ্বাস, অসিকার রহমান, রীতা চক্রবর্তী, শর্মিষ্ঠা মাজি, ভ্রমর দত্ত, প্রদীপ কুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক তাদের রচনা পাঠ করেন।

সম্মেলন শেষে সকলের হাতে বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে মানপত্র তুলে দেওয়া হয়।

প্রথম পাতার পর...

# জাতীয় সম্মান

রাখে।

‘জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র’ ছাত্রছাত্রীদের পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে ইতিমধ্যেই স্থানীয় বিদ্যালয়ে পরিবেশ শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেছে। এর ফলে শৈশব থেকেই পরিবেশের প্রতি আগ্রহ যেমন বাড়বে তেমনি পরিবেশ সম্পর্কিত চিন্তা ও চেতনার উন্মেষ ঘটাবে যা তারা বড় হয়ে কাজে লাগাতে পারবে।

**‘দাও ফিরে সে অরণ্য লও হে নগর’**: এই জাতীয় সম্মান প্রাপ্তি উপলক্ষে ১৪ মার্চ জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রের কমিউনিটি হলে ‘সার্বিক উন্নয়নে পরিবেশ সংরক্ষণ’ বিষয়ক এক আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। পরিবেশবিদ সুভাষ আচার্য, ডেনমার্কস্থিত ইন্ডিয়ান গ্রুপেন ফিন (আই জি এফ) সংস্থার সম্পাদক শ্রী গনেশ সেনগুপ্ত, জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রের সম্পাদক শ্রী বিশ্বজিৎ মহাকুড় এই আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন। স্থানীয় সামাজিক সংগঠন, শিক্ষক শিক্ষিকা এবং স্বনির্ভর দলের সদস্যরাও এই আলোচনা সভায় অংশ নেন। এই সভায় শ্রী গনেশ সেনগুপ্ত সহ দেশ বিদেশের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে সম্মানিত করা হয়।

প্রথম পাতার পর...

# মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি

থেকেই পাওয়া যায় দাড়কিনি, পুটি,চ্যাং, গেতি, চিংড়ি, ট্যাংরা, বাতাসী ইত্যাদি। বড় মাছ বেশি পরিমাণে পাওয়া গেলে বাজারে বিক্রি করা হয়, না হলে নিজেদের খাওয়ার জন্যে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়।

গ্রামেরই আর এক বাসিন্দা অরুণ বাগদি জানালেন, চাষের মাঠ সংলগ্ন খাল থেকে মাছ ধরার এই প্রথা বহুকাল ধরে চলে আসছে। পরবর্তীকালে মাকাইপুর বাগদিপাড়ার লোকেরা জোট বেঁধে চিলেখালে মাছ ধরে বাজারে বিক্রি করতে থাকে। আরও পরে এই জোটের একটা নামকরণ হয়- মাকাইপুর তপসিলি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি। এই সমিতির সদস্যরা যে বিলে, খালে মাছ ধরে সেটির মালিকানা ৫ ভাগে থাকলেও বর্তমানে শরিক বেড়ে ২০ থেকে ২৫ ভাগ হয়েছে। ফলে মৌখিক লিজ নিলেও শরিকদের কাউকে আলাদা করে টাকা দিতে হয় না। প্রতি বছর চৈত্র সংক্রান্তিতে শরিকদের পারিবারিক যে শিবপুজো হয় তার খরচের একটা অংশ সমিতিকে দিতে হয় বলে প্রতিবেদককে জানান বুদ্ধদেব মেটে।

# বাঁশই যাদের রুটি রুজি

**জয়ন্ত দাস :** পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর শহরের প্রাণকেন্দ্র গোলবাজার এলাকায় মাছের বাজারের উল্টোদিকে সেই বৃটিশ আমল থেকেই আস্তানা গেড়ে রয়েছে বেশ কিছু তেলেগু পরিবার। বাজারের নোংরা আবর্জনার সঙ্গে সহাবস্থান করে থাকা এই পরিবারগুলোর রুটি রুজির একমাত্র হাতিয়ার ছিল বাঁশের তৈরি বিভিন্ন পণ্য।

বাঁশের চাঁচ, ঝুড়ি, মুরগির ঝাঁপি, রিক্সার হুড, হাতপাখা, কুলো ইত্যাদির ভিড়ে আপনি পেয়ে যেতে পারেন তেলেগু বিয়েতে অপরিহার্য বাঁশের বড় বাক্স। গোলবাজার এলাকায় আস্তানা গেড়ে থাকা প্রায় ১৫ টি রাও পরিবারের কেউ কেউ খসখসের কাজও করেন। তবে খসখসের পর্দা বানিয়ে রাখা হয় না। খরিদ্দার বায়না করলে বানিয়ে দেওয়া হয়। এই ব্যবসাতে বেশ কয়েকজন আড়তদার আছেন। এইরকম এক আড়তদার মজিদভাইয়ের কাছ থেকে কাঁচামাল বাঁশ কিনে নেন ভাগিরথী রাও বা পার্বতী রাওদের মতো কারিগরেরা। সাধারণত: মাঝারি ধরনের একটা বাঁশ থেকে একজন কারিগর সারাদিনে চারটি চাঁচ বানাতে পারেন। বাজারদরে ওই চারটি চাঁচ বিক্রি হলে খরচ খরচা বাদ দিয়ে হাতে থাকে ১০৫ টাকা। সংসার খরচ ছাড়াও এই টাকা থেকে রেলকে প্রতিদিন ৫ টাকা দিতে হয় ব্যবসা করার জন্যে। রেলের জমিতে বসবাস করা এই ১৫ টি রাও পরিবারের কাছে বর্তমানে আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে চাঁচের সিন্থেটিক বিকল্প। অস্তিত্বের সংকটের অন্ধকারে ডুবে থাকা এই পরিবারগুলি অপেক্ষায় থাকে দীপাবলী উৎসবের জন্যে। অশুভ শক্তির করাল গ্রাস থেকে জনগণকে মুক্তি দেওয়ার কামনায় দীপাবলী উৎসবের যে আলো জ্বালানো হয় আই.আই.টি খড়গপুর ক্যাম্পাসে তারই কাঠামো রাখার নিস্ফল চেষ্টা করে এই তেলেগু পরিবারগুলো। প্রতি বছর দীপাবলীর প্রদীপ সাজানোর জন্যে আই.আই.টি. খড়গপুরের প্রতিটি বিভাগে বাঁশের কাঠামো তৈরি করা হয়। এই রকম কাঠামো তৈরি হয় ১০ থেকে ১২ টি হলঘরে। ফলে গোলবাজারের এই রাও পরিবারগুলোর প্রায় সকলেই কিছু না কিছু কাজ পায়। কিন্তু বাজারের বাকি সময়টা তাদের সিন্থেটিক পণ্যের সঙ্গে মোকাবিলা করে টিকে থাকতে হয়। অথচ এই খড়গপুর আই.আই.টি ক্যাম্পাসেই রয়েছে গ্রামীণ উন্নয়ন বিভাগ। কিন্তু সেই বিভাগের অধ্যাপক ও আধিকারিকেরা গোলবাজারের ওই তেলেগু কারিগরদের খোঁজ নেওয়ার তুলনায় অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন সনাতন জ্ঞানের উপর জাতীয় সম্মেলন আয়োজন করার। ইন্টারনেটের মাধ্যমে নয়াগ্রাম থেকে নিউইয়র্কে হস্তশিল্পের প্রসার ঘটাতে এই অধ্যাপকেরা উদ্যোগী হলেও ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে থাকা বাঁশের কারিগরেরা এদের কাছে এখনো অপাংক্তেয়।

# জীবন জীবিকার স্বার্থে কৃষি বিষয়ক কর্মসূচিগুলির প্রতি নজর রাখা জরুরী

আমাদের রাজ্যে পঞ্চায়েত এলাকার মানুষদের জীবন জীবিকা মূলত কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষিকে কেন্দ্র করেই রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বেঁচে বর্তে থাকা। রাজ্যে কৃষির উন্নতি বিধানের লক্ষ্যে রয়েছে রাজ্য কৃষি দপ্তরের নানা কর্মসূচি। কৃষক এবং কৃষি ব্যবস্থার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের কৃষি দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে জানা এবং সেগুলির যথাযথ সুযোগ নেওয়া প্রয়োজন। এখানে কৃষি ব্যবস্থা সংক্রান্ত নানাবিধ সুযোগ সুবিধার কথা তুলে ধরা হল। এই সমস্ত সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে কৃষক ও কৃষি ব্যবস্থার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা তাদের জীবন জীবিকাকে সুরক্ষিত করে তুলতে পারেন।

### কৃষি দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচি

- উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষকদের মধ্যে উচ্চ গুণমানের কৃষি উপকরণ বিতরণ করা।
- অবিরাম কৃষি গবেষণার মাধ্যমে কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা।
- কৃষকদের জন্য মাটি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা।
- উচ্চ গুণমানের বীজ, সার, ওষুধ প্রভৃতি কৃষি উপকরণের নিয়মিত সরবরাহ বজায় রাখা।
- বীজ, সার, ওষুধ প্রভৃতি কৃষি উপকরণের গুণমান পরীক্ষা করা।
- প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন পদ্ধতিতে কৃষি প্রযুক্তি সহায়কদের মাধ্যমে কৃষকদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন করা।
- কৃষি জলবায়ুর পূর্বাভাস প্রদান করা।
- কৃষাণ ক্রেডিট কার্ড বিতরণের মাধ্যমে কৃষকদের কৃষি ঋণ পেতে সাহায্য করা।
- কৃষি যন্ত্রপাতি ও পাম্পসেট বিতরণ করা।
- সরকারি কৃষি খামারে নতুন জাতের ফসল বীজ উৎপাদন ও বিতরণ করা।
- কৃষকদের কৃষি পেনশন প্রদান করা।
- শস্যবীমার মাধ্যমে কৃষকদের শস্যজনিত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা।
- কৃষি প্রশিক্ষণ, কৃষকদের শিক্ষামূলক ভ্রমণ, কৃষকদের মধ্যে কৃষি পুস্তিকা বিতরণ করা।
- কৃষি তথ্য ও কৃষি পুস্তিকা সহ কৃষি বিষয়ক লিফলেট প্রভৃতি প্রকাশ করা।
- কৃষি মেলার আয়োজন করা।
- ভূমি ও জল সংরক্ষণ ব্যবস্থা এবং সেচ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা।

***কৃষি বিষয়ক যাবতীয় তথ্যের ব্যাপারে ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তার সাথে যোগাযোগ করুন।***

# এক হয়েছে মেয়ের দল সারা বছর তুলবে ফসল

*জগদীশ ঘোষ (ইলামবাজার)*

দেখ নারীর বল,
আমরা সবাই যৌথভাবে গড়ব মোদের দল।
চিনবো মোরা গ্রাম পঞ্চায়েত, যাব মোরা ব্যাংকে
করবো মোরা উন্নয়ন কাজ, সমাজ যাবে চমকে।
গড়বো মোরা খাদ্য গোলা, করবো বীজ ভান্ডার
বীজ বাছাই ও বীজ শোধনটা জানতে হবে সবার।
পড়ে থাকবে না পতিত জমি, পড়ে থাকবে না খাল পাড়
ওল চাষ ও মাছ চাষেতে করবো মোরা একাকার।
পুকুর পাড়ে করবো মোরা বনসৃজন আর সবজি ডাল
জলে থাকবে হাঁস, মাছ আর ঘরে থাকবে ছাগলের পাল।
জলের সমস্যা সবাই জানি, করবো না জল নষ্ট আর
সবাইকে তাই শিখতে হবে সুষ্টু জলের ব্যবহার।
মাতা কমিটি হয়ে মোরা যাব সবাই স্কুলে
নজর দেবো স্কুল ছুট বাচ্চা আর মিড ডে মিলে।
গর্ভবতী মা ও শিশুদের সব টিকা দেওয়া চাই
ভি এইচ এন ডি প্রোগ্রামটা নজর দিয়ে দেখবে সবাই।
বীজের খরচ, শ্রমিকের খরচ হবে সবার কমাতে
এস আর আই, এস ডাব্লু আই করবো সবাই একসাথে।
এই সব চাষ করতে হলে লাগে অল্প জল,
অল্প জলে এমন চাষে ভালই পাবে ফল।
বেড বানাবো মাল্চ লাগাবো, রুখবো মোরা মাটির ক্ষয়,
সাথী ফসল আর মিশ্র চাষ বেডের মধ্যেই ভাল হয়।
কীটনাশক ও রাসায়নিক সার করবো না ব্যবহার,
ঘরে ঘরে করবো সবাই কেঁচো সার আর তরল সার।
শ্রমের কষ্ট দূর করতে এল উইডার ও হুইহো যন্ত্র,
বার মাস ফলাবো ফসল এটাই মোদের মন্ত্র।

# ভালোবেসে চুরি পুরস্কার ভুরি ভুরি

***প্রদীপ মুখোপাধ্যায়:*** *সেবার সরকার থেকে সকলকে গাছের চারা দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। উদ্দেশ্য সামাজিক বনসৃজন। পরিকল্পনা মত চারা বিলি শুরু হল। বিডিও সাহেব নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তত্ত্বাবধান করছেন, যাতে সরকারি প্রকল্প ঠিকঠাক রূপায়িত হয়। এরই মধ্যে কিছু চারা কেউ চুরি করে নেয়। যারা বিলি করছিলেন তারা পড়লেন মহা ফাঁপরে। কেউ কেউ বললেন, মাস্টাররোল করে চুরি যাওয়া চারা মিলিয়ে দিতে। এমন সময় বিডিও সাহেব এসে পড়াতে সকলে প্রমাদ গুনলেন। এই বুঝিবা শাস্তির খাঁড়া নেমে এলো। ভয়ে ভয়ে তাকে সব কিছু জানালেন তারা। শুনেই তিনি হুকুম দিলেন 'যেখান থেকে পারো ওই চোরকে ধরে নিয়ে এসো। তাকে খুঁজে বের করতে না পারলে সকলকে শাস্তি পেতে হবে'। তখন সকলে মিলে চোরের খোঁজে বের হলেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর চোরের সন্ধান পাওয়া গেল। তাকে বেঁধে নিয়ে আসা হল বিডিও সাহেবের সামনে। চোর বাবাজি কাঁচমাচু হয়ে জানালো 'চারাগুলো ন'পুকুরের পাড়ের জমিতে লাগানো হয়ে গিয়েছে। সাহেব যদি হুকুম করেন তবে সেগুলো ফেরৎ দিয়ে দেবো। যেন কোনও শাস্তি না দেন। তাহলে ছেলে বৌ না খেতে পেয়ে মারা পড়বে'। সব কিছু শোনার পর বিডিও সাহেব তাকে আরও চারা দিতে আদেশ দিলেন। সঙ্গে সারও। তিনি বললেন 'চুরি করা অপরাধ। তবে চুরি করে গাছ লাগানোর জন্য তাকে কোনও শাস্তি দেওয়া হবে না। পুরস্কার দেওয়ার জন্যই তোমাকে ধরতে পাঠিয়েছিলাম। তোমরাই পারবে বনসৃজন প্রকল্পকে সার্থক করে তুলতে'। আমরা সকলে অবাক হয়ে দেখলাম আর শুনলাম।*

# কলমী শাকে ভাল আয়

**বার্তা প্রতিনিধি:** বাঙালীর পাতে অন্যতম একটি উপাদেয় শাক হল কলমী শাক। অনেকের বাড়ীর আশেপাশে এবং পুকুর ও ডোবার চারদিকে বেড়ে ওঠে অনাদর আর অবহেলায়। তবে গুরুত্ব দিয়ে চাষ করলে চাষীরা ভালই লাভ করতে পারেন। ভিজে স্যাঁতস্যাতে মাটিতে এই শাকের চাষ ভাল হয়। বীজ ও কাটিং এর মাধ্যমে কলমীর বংশ বিস্তার ঘটানো যায়। বিঘা প্রতি দু'কেজি বীজ লাগে। সারিতে দু'ফুট দূরত্বে চারা বসাতে হয়। ফাল্গুন চৈত্র মাসে চারা লাগানো হয়। যথাযথভাবে পরিচর্যা করলে বিঘা প্রতি ১৮-২০ কুইন্টাল ফলন পাওয়া সম্ভব। বেশি দিন রেখে তুলতে পারলে ফলনও বাড়বে। কলমী চাষে সার, ওষুধ প্রভৃতি অন্যান্য ফসলের তুলনায় অত্যন্ত কম লাগে। তবে পরিমাণ মত জলের প্রয়োজন। নিয়মিত জল না পেলে গাছ শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যায়। বর্তমানে বাজারে এই শাকের চাহিদাও প্রচুর।

| মাস | তারিখ | বিষয় | কাজের বিবরণ | আর্থিক নিয়মাবলী | প্রশাসনিক নিয়মাবলী | পঞ্চায়েত আইন | আদেশনামা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| জানুয়ারি | ৩১ | পরিকল্পনা ও বাজেট | গ্রাম সংসদ সভা, গ্রাম সভা এবং পঞ্চায়েত সমিতির পরামর্শ অনুসারে খসড়া পরিকল্পনা ও বাজেটে প্রয়োজনীয় সংশোধন এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের বিশেষ সভার অনুমোদন সাপেক্ষে চুড়ান্ত পরিকল্পনা ও বাজেট প্রস্তুত করতে হবে। | রুল ৩৯ (১) | | | |
| ফেব্রুয়ারি | ৫ | সংশোধিত বাজেট | গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাহী সহায়ক কর্তৃক প্রস্তুত খসড়া অনুপূরক ও সংশোধিত বাজেট অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির সভায় পেশ ও অনুমোদন করতে হবে। | রুল ৪০ (৩) | | | |
| ফেব্রুয়ারি | ১৫ | পরিকল্পনা ও বাজেট | প্রতি বছর আগামী বছরের চুড়ান্ত বাজেটের কপি সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতি ও ব্যাঙ্কের নিকট পাঠাতে হবে। | রুল ৩৯ (৩) | | | |
| ফেব্রুয়ারি | ২৫ | সংশোধিত বাজেট | অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির সভায় অনুমোদিত খসড়া অতিরিক্ত ও সংশোধিত বাজেট এই উদ্দেশ্যে ডাকা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিশেষ সভায় বিবেচনা ও অনুমোদন করতে হবে। | রুল ৪০ (৪) | | | |
| ফেব্রুয়ারি | ২৫ | সংশোধিত বাজেট | প্রতি বছরই গ্রাম পঞ্চায়েতের বিশেষ সভায় অনুমোদিত অতিরিক্ত ও সংশোধিত বাজেটের কপি নির্দিষ্ট স্থানে প্রকাশ এবং পঞ্চায়েত সমিতি ও ব্যাঙ্কের নিকট পাঠাতে হবে | রুল ৪০ (৬) | | | |

**সংকলক - জয়ন্ত দাস**

সম্পাদক- ফটিক সাউ ● কার্যনির্বাহী সম্পাদক- অর্ণব সাউ ● সংযুক্ত সম্পাদক- রণজিৎ নস্কর ● অর্চনা সাউ কর্তৃক গ্রাম- গন্ধর্বপুর, ডাকঘর- উলা, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১৩১০ হইতে প্রকাশিত এবং মুদ্রিত